সমকাল

তারিখ ... 20 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২

পূর্বানুমোদন ছাড়া নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ

■ সাব্বির নেওয়াজ

সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে চিঠি দিয়ে এ নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়ে দেওয়া হয় দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে।

ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুমোদিত পদের বাইরে জনবল নিয়োগের হিড়িক পড়ে যাওয়ায় সরকারের রাজস্ব বাজেটের ওপর ব্যাপক চাপ পড়ছে। অননুমোদিত পদে নিয়োগ নিয়ে নানা নয়ছয়ও হচ্ছে। এ প্রবণতা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি। নিয়োগ নিয়ে নানা পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতাও তৈরি হয়েছে।

গতকাল ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে উপাচার্যদের উদ্দেশে বলা হয়, 'ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতীত আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কোনো পদেই নিয়োগ প্রদান করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হলে তার দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হবে।' ওই চিঠিতে আরও বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া হলে ভবিষ্যতে ওই পদের অনুমোদন দেওয়া হবে না এবং ওই খাতে অর্থ ছাড় করা সম্ভব হবে না।

ইউজিসি জানায়, গণ নিয়োগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শাদাত উল্লা ইউজিসি থেকে ৩০টি পদের অনুমোদন নিয়ে সর্বমোট ৭৫ জনকে নানা পদে নিয়োগ দিয়েছেন। এতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ৪৫টি পদে সরকারকে বেতন-ভাতা গুনতে হচ্ছে। একইভাবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শতাধিক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭১ জনকে অতিরিক্ত নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, গত তিন বছরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত আড়াই হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অন্তত পাঁচ শতাধিক অতিরিক্ত শিক্ষক। দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঘটেছে এ ঘটনা। গত তিন বছরে ঢাবিতে অন্তত ৩০০ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার চেয়ে দলীয় বিবেচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে লোকপ্রশাসন বিভাগে দুটি শূন্য পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চারজনকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সে সময়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আবদুস সোবহান ২৩০টি পদের বিপরীতে ৩৬৫ শিক্ষক নিয়োগ দেন। অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ফলে এ সময় প্রায় ৭৯ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়। ইউজিসির অনুমোদন না থাকায় অতিরিক্ত এসব শিক্ষকের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। ২০১৩ সালের ২০ মার্চ প্রফেসর মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ থাকলেও গত বছরের ১৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫১তম সিন্ডিকেটে ছয়টি বিভাগে ২৬ শিক্ষক একসঙ্গে নিয়োগ দেওয়া হয়। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্বানুমোদন ছাড়া

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

যেন চাকরির খামারে পরিণত হয়েছে। এখানে ২০৬তম সিন্ডিকেটে ৯ পদের বিপরীতে ৬৩ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০৮তম সিন্ডিকেটে ১২ পদের বিপরীতে ১৭ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।

সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের। সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুল জলিল মিয়া তার মেয়াদে ২৬০ পদের বিপরীতে ৬৭৬ জনকে নিয়োগ দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞাপিত পদের বেশি নিয়োগ দেওয়ার ফলে অন্তত শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে খাটছেন বলে জানা গেছে। একইভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮৯তম সিন্ডিকেটে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে বিজ্ঞাপিত সাত পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১০ জনকে।